পিতা দিবসের বিশেষ রচনা

পিতাহীন ‘পিতা দিবস ০৯’

ড. নার্গিস আক্তার বানু

শাব্দিক অর্থে পৃথিবীর সকল মানুষ এক হলেও আবহাওয়া, পরিবেশ ও ভৌগলিক পরিসীমানা পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রতিটি দেশের সংস্কৃতি ও কৃষ্টিতে ভিন্নতা লক্ষনীয়। আর সামাজিক রীতিনীতিতেও পরিবর্তন বা বৈচিত্রতা রয়েছে। আমরা যে সমাজে বড় হয়েছি, সেখানে পিতা দিবসের সাথে আমার কোন পরিচিতি ছিল না। মাতৃভূমি ছেড়ে এদেশে পা দেয়ার সাথে সাথে পিতা দিবসের সাথে পরিচয় ঘটে। আর এই দিবসটির তাৎপর্য অনুধাবন করতে আরও কটি বছর লেগে যায়। সেই যাই হোক, এই দিবসটির তাৎপর্য এখনকার মত করে তখন এতটা বুঝতে না পারলেও আশেপাশের সবার উদ্‌যাপনের হিরিক দেখে প্রতি বছর এই দিনে আব্বাকে ফোন করে উনার খবরাখবর নিতে ভুল হতো না। তারই ধারাবাহিকতায় গত বছরও কথা বলেছি আব্বার সাথে। কিন্তু এবারের এই দিবসটিই হবে প্রথম পিতাদিবস যখন আব্বাকে আর ফোন করতে হবে না। গত ১১ই মার্চ ০৯ ইহজগতের সকল বাধন ছিন্ন করে আমাদের সকলকে ছেড়ে আব্বা পাড়ি জমিয়েছেন ঔপাড়ে। চিরনিদ্রায়রত আজ আমার আব্বা আমাদের ছেড়ে অনেক দুরে।

অনেকের হয়তো মনে আছে, এমনি এক পিতা দিবসে টেলোফোনে আব্বার সাথে কথাগুলো আমার রেডিওতে বাজিয়ে শুনিয়েছিলাম, আর দোয়া চেয়েছিলাম সবার কাছে। জীবনের শেষদিকে বেশির ভাগ বয়স্ক মানুষের মত সবার নজর এড়িয়ে আমার আব্বাকেও সেই হতচ্ছাড়া ডিমেন্‌শিয়া রোগ আক্রান্ত করেছিলো। দিনে দিনে উনার নিউরোকজিক্যাল অবস্থা যখন খারাপের দিকে যাচ্ছিল, তখন আর মনকে বেধে রাখতে পারিনি। গত বছরের শেষদিকে ছুটে গিয়েছিলাম উনাকে দেখতে। এয়ারপোর্ট থেকে বাসায় পৌছে দেখি আব্বা বাড়ান্দায় চেয়ারে বসা। দৌড়ে ছুটে যাই আব্বার কাছে। উনার হাটুর কাছে আমার হাটু গেড়ে উনার হাতে হাত রেখে বসতেই আমার ছোট ভাই আব্বাকে যখন বললো, ‘আব্বা দেখেন কে এসেছে’। আব্বা পাশ ফিরে আমার দিকে তাকিয়েই একটি মুচ্‌কি হাসি দেয়ে বুঝিয়ে দিলেন উনি আমাকে দেখেছেন এবং ভীষন খুশি হয়েছেন। আমার ভাইতো আব্বার সেই হাসি দেখে অবাক। বললো এমন করে হাসতে আব্বাকে আমরা প্রায় এক বছরের মাঝেও দেখিনি। হাটতে, বসতে, খাইতে সর্বত্র আমাদেরকে প্রশ্ন করার ভয়ে যেই মানুষটিকে আমরা সকল ভাই-বোন এড়িয়ে চলতাম,

Late Syed Ahmed in Jan 09

সেই বাঘের মত সুঠাম দেহের মানুষটি যেন কিস্‌মিসের মত শুকিয়ে ছোট হয়ে গিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে কথা বলতে চাইতেন, কিন্তু গলা দিয়ে স্বরধ্বনি আমাদের কান পর্যন্ত পৌছতো না, বহু চেষ্টা করতেন। যেদিন চলে আসি, আব্বা তখন ঘুমাচ্ছিলেন। আমি উনার বিছানার পাশে গিয়ে যখন বললাম, আব্বা আমি চলে যাচ্ছি। আব্বা আমার চলে যাবার কথা শুনে হতমত করে বিছানা থেকে উঠতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু উঠতে পারলেন না। কি যেন বলতে চাইলেন, বলতে পারলেন না। উনার পা ধরে সালাম করতে করতে কান্নায় ভেংগে পড়লাম আর মনের অজান্তেই বিড় বিড় করে বতে লাগলাম, জানিনা আবার কবে দেখা হবে। কেন জানি মন বলছিল, আদৌ আর দেখা হবে কিনা। সেই ভাবনাটাই সত্যি হলো। আমি আসার মাত্র আট সপ্তাহ পরে আব্বা আমাদের রেখে চলে গেলেন।

কি মিষ্টি পিতামাতা ও সন্তানের মাঝের এই সম্পর্ক। বিরাট এই সংসারের বুঝা উনি একা বয়ে বেড়িয়েছেন, যাকে কোনদিন মন খারাপ করতে দেখিনি। আব্বা যখন ভাল করে কথা বলতে পারতেন, আব্বার শেষ কথাটি ছিল ‘চলে আস বাংলাদেশে।’ আব্বার সেই কথাটি আজও আমার কানে বাজে। এদেশে আসার পর ইংরেজিতে কথা বলতে অসুবিধা হলেই আব্বার কথা মনে পড়তো। শুদ্ধ করে ইংরেজি শিখার জন্য কত বকা খেয়েছি আব্বার কাছে। আব্বা ছিলেন আমাদের শিক্ষক, অভিভাবক, বন্ধু, মনোবল, শক্তি, আলোর দিশারী ও পথ প্রদশর্ক। শুধু আমরা নই, সারা জীবন ধরে শিক্ষকতার ফলে দেশে-বিদেশে তৈরি করে রেখে গিয়েছেন হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও ভক্ত অনুসারী। আজ আব্বা নেই, আছে উনার শিক্ষা, উনার আদর্শ ও উনার স্মৃতি। তাই দিয়ে উনি আমাদের মাঝে চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন। আজকের এই পিতা দিবসে আমার আব্বার জান্নাতবাসী আত্বার মাগফেরাত কামনা করছি।

Sydney, 6th September 09